দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 15 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

ভুয়া সনদে একাধিক অবৈধ নিয়োগের অভিযোগ দুদকে

ত্রিশাল প্রতিনিধি ●

ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া সনদের মাধ্যমে একাধিক অবৈধ নিয়োগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে হাইকোর্টে রিট ও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বরাবরে অভিযোগ করেছেন প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পদে আবেদনকারী এক ভুক্তভোগী। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ চালু হওয়ার পর একটি জাতীয় দৈনিকে একজন সহকারী অধ্যাপক ও দুজন প্রভাষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। শর্তানুযায়ী সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য বাধ্যতামূলক তিন বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ বিএফ স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের আবেদন করতে বলা হয়। প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পৃথক দুটি পদে আবেদনকারী ভুক্তভোগী প্রার্থী হোসাইন মোহাম্মদ ফারুক বিজ্ঞাপনের সব শর্ত পূরণ করে বাছাই বোর্ডে অংশ নিলেও বিজ্ঞপ্তির অন্যতম শর্ত তিন বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জাল সনদে সাফিন ওমরকে মনোনীত করে নিয়োগ বোর্ড। এ ঘটনায় জাল সনদের অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে রিট করেন হোসাইন মোহাম্মদ ফারুক। অভিযোগ এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

ভুয়া সনদে একাধিক অবৈধ

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) থেকে নিষ্কৃতি পেতে স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসরে যান সাফিন ওমর। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে একাধিক প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও আগের মতো তিন বছরের অভিজ্ঞতা ছাড়াই দুলাল চন্দ্র গাইনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন খাত থেকে তিনি বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেন। পরে হাইকোর্টের রিট পিটিশন মামলায় চারুকলা বিভাগের চাকরি থেকে তিনিও পদত্যাগ করেন।